সাংবাদিকতায় মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর অবদান

মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী*

সার সংক্ষেপ ঃ একটি জাতির জাগরণের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ভূমিকা অপরিসীম এবং তা অনস্বীকার্য। সংবাদপত্র ব্যতীত কোন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও অগ্রসর করানো যায় না। এ জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০ খৃঃ) সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেন। 'কিমিয়ায়ে সায়াদাত'-এর বাংলা অনুবাদক মির্জা ইউছুফ আলী ১৯০৩ সালে কলকাতা থেকে সে যুগের অন্যতম মুখপত্র সাপ্তাহিক 'ছোলতান' প্রকাশ করেন। মাওলানা ইসলামাবাদী এ পত্রিকায় কাজ শুরু করেন এবং ছয় মাস পর ১৯০৪ সালে এর সম্পাদনা ও পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯২৬ সালে কলকাতায় দাঙ্গার সময় তিনি সাপ্তাহিক 'ছোলতান'কে দৈনিকে রূপান্তরিত করেন। মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম বাংলা দৈনিক পত্রিকা সম্পাদনার গৌরব অর্জন করেন।

প্যান-ইসলাম মতাদর্শের অন্যতম প্রবক্তা সৈয়দ জামালউদ্দিন আফগানীর অন্যতম শিষ্য আগা মঈদুল ইসলাম ইংরেজি, উর্দু ও বাংলায় ১৯১২ সালে দৈনিক 'হাবলুল মতিন' প্রকাশ করেন। মাওলানা ইসলামাবাদী ছিলেন এ পত্রিকার বাংলা-সংস্করণের সম্পাদক। এ ছাড়া ১৯১৪ সালে প্রকাশিত আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার মাসিক মুখপত্র 'আল-এসলাম'-এরও তিনি সম্পাদক ছিলেন। এর বাইরে তিনি একাধিক পত্রিকার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৯ সালে তিনি নিজ দায়িত্বে দৈনিক 'আমীর' পত্রিকা প্রকাশ করেন। মাওলানা আকরম খাঁ সম্পদিত মাসিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকারও তিনি ছিলেন অন্যতম পরিচালক।

মাওলানা ইসলামাবাদী অন্যান্য যেসব পত্র-পত্রিকার সাথে জড়িত ছিলেন, সেগুলো হচ্ছে-দৈনিক কৃষক, দৈনিক নবযুগ, বাসনা, কোহিনুর, ইসলাম প্রচারক, মিহির ও সুধাকর, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা ইত্যাদি। তাছাড়া মিশরের আল্-মিনার (আল্-মানার), আল্-এহরাম (আল্-আহরাম) প্রভৃতি পত্রিকায়ও তিনি প্রবন্ধ এবং সংবাদাদি পাঠাতেন। মাওলানা ইসলামাবাদী সম্পাদিত ও পরিচালিত এসব পত্র-পত্রিকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা। জাতীয় জাগরণ ও আজাদী আন্দোলনকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে এসব পত্র-পত্রিকার ভূমিকা ও অবদান ছিল অপরিসীম। এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করাই এ প্রবন্ধ রচনার মূল উদ্দেশ্য।

যে সকল মুসলমান উপমহাদেশকে ইংরেজদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং যাঁদের আবির্ভাবে বাংলার মুসলমানদের জাতীয় জীবন ধন্য হয়েছে, মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০ খৃঃ) তাঁদের অন্যতম।[১] উনিশ ও বিশ শতকে বাংলার মুসলিম সমাজের জাগরণের ইতিহাসে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।[২] তাঁর

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পূর্বপুরুষদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সৈয়দ ফতেহশাহ্। ইসলামের বিশ্বজনীন আদর্শ প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে তাঁরা বাংলায় আগমন করেন। সুলতান নুসরত শাহ সৈয়দ ফতেহশাহকে চট্টগ্রামের ফতেহাবাদে নিয়ে আসেন এবং বিশাল জায়গীর দান করেন। সেখানে তাঁদের প্রভাব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ প্রভাবশালী ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারেই মাওলানা ইসলামাবাদী জন্মগ্রহণ করেন।[৩]

ইসলামাবাদীর দশম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত Eastern Examiner পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে উল্লেখ আছে ঃ Moulana Muniruzzaman Islamabadi's family history so far traced discloses the fact that originally his forefathers were from a noble family of Middle Eastern Countries and temporarily settled at Fatehabad area in Chittagong district but on later years Khan Mohammad Khan of the family shifted to Aralia in Patiya PS under the same district and settled there permanently.[৪] এ বক্তব্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর পূর্বপুরুষগণ খান মুহাম্মদ খানের সময় হতেই চট্টগ্রামের আড়ালিয়াতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সুতরাং এখানেই তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ মতিউল্লাহ এবং মাতার নাম রহিমা বিবি।

মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর প্রাথমিক শিক্ষা নিজবাড়িতে পিতার তত্ত্বাবধানেই শুরু হয়। অতঃপর শৈশবেই তিনি চিরাচরিত নিয়মে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হন এবং কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা হতে ১৮৯৫ সালে কৃতিত্বের সাথে জামায়াতে উলা বা ফাজিল পাশের মাধ্যমে শিক্ষা জীবন শেষ করেন।[৫] তিনি তাঁর অদম্য জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে বিশ্বের নানা পরিবেশ, বিভিন্ন সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সাহিত্যের সাথে পরিচিত হন। সর্বোপরি তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দৈন্যদশা লক্ষ্য করে এর সমৃদ্ধি সাধনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারে জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি ছিলেন একাধারে একজন সফল রাজনীতিবিদ, সমাজ সেবক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, সাংবাদিক, ধর্মপ্রচারক ও বাগ্মী। তদানিন্তন বৃটিশ ভারতের জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ছিল তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের সংস্থা। তিনি এ সংস্থার বাংলাদেশ শাখার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেসেরও নির্বাহী সদস্য ছিলেন। কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে সেকালে আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলনে তিনি কার্যকরীভাবে যোগদান করেন এবং কারারবণ করেন। পরে এ.কে. ফজলুল হক, আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রমুখের সাথে কৃষক প্রজা আন্দোলনেও তিনি জড়িত ছিলেন।[৬]

মাওলানা ইসলামাবাদী অন্ধকারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজ থেকে কূপমন্ডুকতা ও কুসংস্কার, স্থবিরতা ও জড়তা দূর করে সত্য ও ন্যায়ের পথে, উদার মানবতামুখী শিক্ষার পথে বাংলার মুসলিম জনসাধারণকে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে নানাভাবে ঝাপিয়ে পড়েন। তিনি তাদের জাগরণের জন্য গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা করে

বেড়াতেন। স্থানে স্থানে মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা ও এতিমখানা স্থাপন করে তিনি মুসলিম সমাজকে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট হন। চট্টগ্রামের কদম মোবারক ও তৎসংলগ্ন মসজিদ এবং এতিমখানা প্রতিষ্ঠাতা ও এর পরিচালনা ইসলামাবাদীর অন্যতম শ্রেষ্ঠকীর্তি। তিনি বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, তরুণদের জন্য ধর্মীয় চেতনাবোধ ও সামাজিক সংস্কারের উদ্যম ও উৎসাহ সঞ্চারিত করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় হলো সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মাধ্যমে সমাজ সেবার আদর্শ প্রচার। এ উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন সাহিত্য কর্ম ও সাংবাদিকতার মাধ্যমে তাঁর নিজস্ব চিন্তাচেতনা, ভাবধারা ও আদর্শের প্রচার করে গেছেন অত্যন্ত নিরলসভাবে। আমরা এখন সাংবাদিকতায় তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করব।

মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী বাংলা ভাষায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পাদনা করেছেন। তিনি ছিলেন আমাদের বাংলা সাহিত্যের একজন উজ্জ্বল প্রতিভা। অথচ মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার কারণে মাত্র ১৭ বছর বয়সে মাওলানা ইসলামাবাদী আরবি, উর্দু ও ফার্সি ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জনে সক্ষম হলেও সে সময় মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজির তেমন প্রচলন ছিল না। তখন পর্যন্ত তিনি বাংলা ইংরেজিতে তেমন একটা দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। অবশ্য ছোট বেলায় পিতার তত্ত্বাবধানে থেকে তিনি বাংলা ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। [সূত্র ঃ ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২] তাই প্রশ্নজাগে– পরবর্তী কালে তিনি কিভাবে বাংলা ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন? জবাবে বলা যায় যে, তিনি পরবর্তী কালে প্রয়োজনের তাগিদে নিজের চেষ্টা, শ্রম, অধ্যবসায় ও জাতীয় উন্নতির প্রেরণায় বাংলা ভাষাকে খুব ভালভাবে আয়ত্ত করেন। বাংলা ভাষায় তিনি এতটাই দক্ষতা অর্জন করেন যে, পরবর্তীকালে তিনি বাংলা ভাষার একজন অন্যতম সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও ঐতিহাসিকের মর্যাদায় ভূষিত হন। ইসলামাবাদীর নিজের লেখায় তাঁর শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ও বাংলা সাহিত্য চর্চার ইতিহাস এভাবে প্রকাশিত হয়েছে ঃ 'এই অধম যখন ১৮৯৫ খৃঃ মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উত্তরবংগে শিক্ষকতা কার্যে আত্মনিয়োগ করি তখন বাংলা সাহিত্য চর্চার সংগে সংগে জাতীয় উন্নতির উপায় সম্বন্ধে... স্বীয় ক্ষুদ্র শক্তি ব্যয়িত করতে থাকি।'[৭] আবুল ফজলের বক্তব্য হতে জানা যায়, যে পিতার কাছেই শৈশবে মনিরুজ্জামানের বাংলা শেখার গোড়াপত্তন হয়েছিল, পরে অবশ্য নিজের চেষ্টা আর সাধনায় তিনি তাতে অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।[৮]

মাওলানা ইসলামাবাদী কর্তৃক সম্পাদিত ও পরিচালিত পত্র-পত্রিকাগুলোর একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল এবং তা ছিল মুসলিম সমাজের সার্বিক কল্যাণ ও জাতীয় জাগরণ। ধর্মতত্ত্বের আলোচনা, ইসলামের ব্যাপক প্রচার, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম সম্পর্কিত নানা সংশয় ও অপপ্রচারের যুক্তিগ্রাহ্য জবাব,

সমাজ সংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে মূলোৎপাটন এবং ইসলামের অনুশীলন ও গবেষণার ব্যাপক চর্চায় মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে এসব পত্রিকার ভূমিকা ছিল অসাধারণ। জাতীয় জাগরণ এবং আযাদী আন্দোলনকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেও এসব পত্রিকার ভূমিকা ও অবদান ছিল অপরিসীম। এ প্রসংগে আবুল ফজল বলেন ঃ 'এর প্রতিটি ভূমিকা ছিল মুসলিম জাগরণ, মুসলমানের মনে জাতীয় চেতনা সঞ্চারিত করে দেওয়া আর সংগে সংগে বৃহত্তর দেশের স্বাধীনতার বাণী প্রচার করা।[৯]

মাওলানা ইসলামাবাদী যখন সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেন, তখনকার মুসলিম জীবন ও শিক্ষা সংস্কৃতির পরিবেশ ছিল সর্বদ্বার রুদ্ধ কক্ষের মত। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তাঁদের ভূমিকা ছিল তদনুরূপ। ইসলামাবাদী জানতেন যে, মুসলমান সমাজে সংবাদপত্রের বহুল প্রচার না হলে কোন আন্দোলনই সার্থকরূপে পরিগ্রহ করবে না। দ্বিতীয়ত, আলেম সমাজের উপর তাঁর ছিল অগাধ আস্থা; সেযুগে এঁরাই ছিলেন সমাজের নেতৃস্থানীয় ও ভক্তির পাত্র। এঁদের কাছে দেশের দুর্দশার বাণী পৌছে দিতে পারলে এবং এভাবে এঁদেরকে রাজনৈতিক চেতনার মাধ্যমে সুসংঘবদ্ধ করতে পারলে পঙ্গু সমাজের বিপর্যয় দশার মোচন সহজে সম্ভব হতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাই তাঁদেরকে নিয়ে কিভাবে সমাজের ভেতর প্রবেশ করা যায়, সে চিন্তায় তিনি বিভোর থাকতেন। তিনি এর একমাত্র পথ হিসেবে সাহিত্যের আশ্রয় নিয়ে তাঁর সহকর্মীদেরও সে পথে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়ে ছিলেন। এ কারণেই এঁরা বক্তৃতায় ইতিহাস চর্চায় ও ইসলামের বাণী প্রচারার্থে সাহিত্য ও সংবাদপত্র সেবায় অগ্রসর হয়ে আসেন। ... এভাবেই ধর্ম ও জাতীয় চেতনার ক্ষেত্র সৃষ্টিতে এঁদের এই অবদান আশাতীত ফলপ্রদ হয়েছিল। এজন্য কোন কোন সমালোচক বলেন, আমাদের সাংবাদিকতার সূত্রপাত এই আলেমদের হাতে হয়েছিল।[১০] এ প্রসংগে আবুল ফজলের বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেনঃ এঁরা (মাওলানা ইসলামাবাদীসহ সমকালীন মুসলিম পন্ডিতগণ) সংগে সংগে এও বুঝতে পেরেছিলেন-জাতিকে জাগিয়ে তোলার এক শ্রেষ্ঠতম বাহন হচ্চে সংবাদপত্র। সংবাদপত্র এযুগের এক মোক্ষম হাতিয়ার, জাতীয় জীবনের এক অপরিহার্য অংগ। এ যুগ-সত্যটিও এসব আলিম নেতারাই বুঝতে পেরেছিলেন সর্বাগ্রে, জাতীয় চেতনা উন্মেষের সেই আদি অবস্থায়। নিঃসন্দেহে তাঁদের শক্তি আর সামর্থ্য অত্যন্ত সীমিত ছিল। তবুও জাতীয় স্বার্থের খাতিরে এঁরা সংবাদপত্র পরিচালনার মত গুরুদায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে দ্বিধা করেননি। প্রকৃত প্রস্তাবে এঁদের হাতেই আমাদের সাংবাদিকতার সূচনা। এঁরা যে শুধু মাসিক আর সাপ্তাহিক (পত্রিকা) প্রকাশেরই ঝুকি নিয়েছিলেন তা নয়। এমনকি সে যুগে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের দুঃসাহসও করেছিলেন। ... যাই হোক, সেদিন এই আলিম নেতৃবৃন্দ যে সমাজ-প্রীতি আর দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, বাঙ্গালী মুসলমানের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে তা সত্যই স্মরণীয়।[১১]

উপর্যুক্ত পরিকল্পনার মধ্যেই ইসলামাবাদীর সাংবাদিকতা জীবনের ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা'র মুখপত্র 'আল এসলাম' এর প্রতিষ্ঠার লক্ষেই মূলতঃ ইসলামাবাদীর সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। তবে তাঁর হাতে খড়ি হয় আরও আগেই। সম্ভবতঃ শেখ আবদুর রহিম ও মুন্সি রেয়াজুদ্দনি আহমদ প্রথম তাঁকে বিভাগীয় রচনা ও ফিচারাদী রচনায় সাহায্য করতেন। এ প্রসঙ্গে ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী বলেনঃ 'মরহুম মওলানা ইসলামাবাদীর সাংবাদিক জীবন আরম্ভ হয় 'মিহির ও সুধাকরে'। মিহির ও সুধাকরের সম্পাদকদ্বয় মুন্সী শেখ আবদুর রহিম ও মুন্সী মোহাম্মদ রিয়াজুদ্দিন আহমদ তাঁহার ভিতর আগুনের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়াছিলেন। তিনি (ইসলামাবাদী) মিহির ও সুধাকরে প্রকাশার্থে যেসব সমাজ হিতকর রচনা প্রেরণ করিতেন, আবশ্যকানুরূপভাবে আবদুর রহিম ও রিয়াজুদ্দিন তাহা সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়া মিহির ও সুধাকরে প্রকাশ করিতেন।'[১২] মুন্সী রেয়াজুদ্দীন আহমদ পরে ১৮৯৯ সালে 'ইসলাম প্রচারক' নবপর্যায়ে প্রকাশ করলে সে পত্রিকায়ও মাওলানা ইসলামাবাদী লিখতে থাকেন। এমনি একটি রচনার উদাহরণ– 'প্যারিসে বিশ্ব প্রদর্শনী'। এতদ্ব্যতীত তাঁর বহু লেখা ও রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এসব লেখার মাঝে মুসলমানদের গৌরবময় অতীত কাহিনী আত্মপ্রকাশ করেছিল। যাহোক তিনি সাময়িক পত্র সম্পাদনা ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৯০৪ সালে সিতাকুন্ডের চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে আসেন এবং অর্পিত দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হন।

(ক) সাপ্তাহিক সোলতান (১৯০৪) ঃ 'সোলতান' প্রথমে সাপ্তাহিক আকারেই ১৯০৩ সালে আত্মপ্রকাশ করে। সম্পাদক রেয়াজুদ্দিন আহমদ তাঁর সহকারী সম্পাদক হিসেবে রাজশাহীর জনাব দিওয়ান নাসির উদ্দিনকে গ্রহণ করেন। ৬ মাস পর সম্ভবতঃ ১৯০৪ সালে এর সম্পাদনার দায়িত্ব মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর উপর অর্পিত হয়। এ প্রসঙ্গে মাওলানা ইসলামাবাদী নিজে বলেন ঃ "১৯০৩ অব্দে মোছলমান শিক্ষা-কনফারেন্সের ও ইসলাম মিশনের উদ্দেশ্যে প্রচারকল্পে কলিকাতা হইতে ছোলতান নামক একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। উক্ত পত্রিকার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন মৌঃ মীর্জা ইউছুফ আলী মহিপুরের খানবাহাদুর, মোখতার ছমিরুদ্দিন ও মুন্সী রেয়াজ উদ্দন আহমদ সাহেব। ছোলতান প্রেসের নামকরণ হইয়াছিল এছলাম মিশন প্রেস। ছোলতান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ৬ মাস পর উহার সম্পাদনা ও পরিচালনার ভার এই অধমের স্কন্দে চাপিয়া পড়ে। তখন হইতে ১৯২৮ খৃঃ পর্যন্ত নানা বাধাবিঘ্ন ও বিপত্তির ভিতর দিয়ো ছোলতানের সহিত আমার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য থাকে"।[১৩]

এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামাবাদী এ পত্রিকার দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর হতে 'সোলতান' বানান পরিবর্তিত হয়ে 'ছোলতান' রূপ পরিগ্রহ করে। অর্থাৎ 'স' 'ছ'-

তে রূপান্তরিত হয়। পত্রিকাটি প্রকাশিত হওয়ার কারণ ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আবুল কালাম শামসুদ্দিন বলেন ঃ "মিহির ও সুধাকরের তিভর দিয়ে যে রাজনৈতিক অভিমত প্রকাশিত হতো, কিছুদিনের মধ্যে একদল তার বিরুদ্ধবাদী হয়ে পড়েছেন। মতবিরোধ সর্বক্ষেত্রেই সমাজের অনিষ্টকর হয়ে উঠে না-বরং তাতে করে অনেক সময়েই সমাজের মঙ্গলই হয়। এক্ষেত্রেও তাই হলো। মিহির ও সুধাকরের দলের সাথে তদান্তিন একদল মুসলমান চিন্তানায়কের মতভেদের ফলে মুসলিম বাংলার আর একটি নতুন সাপ্তাহিক পত্রের জন্মলাভ সম্ভব হল। তা হচ্ছে 'সুলতান'। মীর্জা ইউসুফ আলী এ কাগজখানার প্রবর্তক এবং মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। সম্ভবতঃ ১৯০৩ সালে এই কাগজখানা সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে।"[১৪]

সোলতানের আবির্ভাব মুসলিম সংবাদ সাময়িকীর জগতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মুসলিম বাংলার জাগরণ ও সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে 'সোলতান' পত্রিকার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। আবুল কালাম শামসুদ্দিন ও মাওলানা আকরম খাঁর মতে, এ পত্রিকাটি ১৯০৮ সাল পর্যন্ত চালু ছিল।[১৫] পরবর্তীকালে ১৯২৩ সালে ইসলামাবাদীর পক্ষ থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে পুনরায় কলকাতার আপার সার্কুলার রোড থেকে পত্রিকাটি আরো উন্নতমানের বের হতে থাকে। ইসমাইল হোসেন সিরাজী তখন এর যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন।[১৬] অতঃপর পত্রিকাটি দৈনিকে পরিণত হয়। ডঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী অবশ্য বলেন যে, সাপ্তাহিক ছোলতানেরই একটি দৈনিক সংস্করণ প্রকাশ করার চেষ্টা চলে ১৯২৬ সালে।[১৭]

ইসলামাবাদীর আত্মজীবনীতে উল্লেখ আছে যে, দৈনিক সুলতান প্রকাশিত হওয়ার পরও এ সাপ্তাহিক পত্রিকাটি ১৯২৮ সাল অবধি টিকেছিলো।[১৮] ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এ পত্রিকাতেই ভারতে শুদ্ধি আন্দোলনের রিপোর্ট (১৯২৩) প্রকাশ করতেন।[১৯] এ পত্রিকা প্রকাশের পেছনে ব্যারিস্টার আবদুর রসূলের অবদান ছিল প্রচুর। তাঁর উদ্যোগেই মূলতঃ একটি প্রতিবাদী দল 'মিহির ও সুদাকর' হতে বের হয়ে 'ছোলতান' প্রকাশ করেন।[২০] ছোলতানের সম্পাদক থাকাকালেই মাওলানা ইসলামাবাদী ইতিহাস চর্চায় মনোনিবেশ করেন এবং ইসলামের অতীত ঐতিহ্য সন্ধানে ব্যাপক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তাঁর এ সময়কার গবেষণাগ্রন্থ 'ভারতীয় মুসলমান সভ্যতা' নামে আত্মপ্রকাশ কর। ছোলতানে প্রকাশিত কবিতা ও প্রবন্ধাদি জাতীয় জীবনে অপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনা জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তীকালে এ পত্রিকার প্রভাব সম্পর্কে তাই নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে ছোলতানের প্রভাব সম্পর্কে আবুল কালাম শামসুদ্দিন তাঁর 'দৃষ্টিকোণ' গ্রন্থে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন (যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে), একজন প্রধান সাংবাদিকের দৃষ্টিতে সে মূল্যায়নের মধ্যে তার যথার্থ রূপটিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

(খ) দৈনিক হাবলুল মতিন (বাংলা সংস্করণ/১৯১২) ঃ প্যান-ইসলাম মতাদর্শের অন্যতম প্রবক্তা সৈয়দ জামাল উদ্দিন আফগানীর অন্যতম শিষ্য আগা মঈদুল ইসলাম ত্রিপলি ও বলকান যুদ্ধের সময় (১৯১২) হতে 'হাবলুল মতিন' নামক একখানা পত্রিকা প্রকাশ করেন। মুসলিম বাংলার পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে এটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সময়ে এর তিনটি সংস্করণ তিনটি আলাদা ভাষা বাংলা, ইংরেজি ও ফার্সীতে প্রকাশিত হত এবং এগুলো সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন যথাক্রমে মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ড. আবুদল্লাহ আল মামুন সুহরাওয়ার্দী এবং আগা মঈদুল ইসলাম।[২১]

ড. আনিসুজ্জামান 'হাবলুল মতিন' পত্রিকাটিকে সাপ্তাহিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[২২] কিন্তু মাওলানা ইসলামাবাদী নিজে পত্রিকাটিকে স্পষ্টভাবেই দৈনিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ঃ "আগা মুইদুল ইসরাম পারস্য হইতে নির্বাসিত হইয়া কলিকাতায় প্রায় ৪০ বৎসর রাজনৈতিক আন্দোলনে জীবন যাপন করেন। তিনি ফারসী সাপ্তাহিক হাবলুল মতিন, মূলক ও মিল্লাত নামে ইংরেজি পত্রিকা পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। এই অধমও (মাওলানা ইসলামাবাদী নিজে) কিছুকাল তাঁহার সংসর্গে থাকিয়া বলকান যুদ্ধের সময় (১৯১২) বাংলা দৈনিক হাবলুল মতিন সম্পাদনার সৌভাগ্য লাভ করে"।[২৩] ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকীর উক্তি হতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ "... মুসলমানদিগের একমাত্র দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র 'হাবলুল মতিন' তখন (কলিকাতায় চতুর্থবার হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময়) বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমরা কয়েকজন পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম সাপ্তাহিক ছোলতানের দৈনিক সংস্করণ বাহির করা হউক। ... প্রস্তাব অনুসারে কার্য হইল। ... কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বিখ্যাত পত্রিকার (হাবলুল মতিনের) ইংরেজি ও বাংলা সংস্করণ খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ফার্সী 'হাবলুল মতিন' ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আগা সাহেবের মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল"।[২৪] ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহর বর্ণনা থেকেও তা প্রতীয়মান হয়।[২৫] এক বর্ণনায় জানা যায় যে, রওশন আলী চৌধুরী কিছুদিন এ পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন।[২৬] প্যান-ইসলামবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে এ পত্রিকার অবদান ছিল অতুলনীয়। মাওলানা ইসলামাবাদীর সম্পাদনায় বিভিন্ন সময় দৈনিক হাবলুল মতিনসহ অন্ততঃ তিনটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আর তাই তাঁকে বলা হয় 'বাংলা দৈনিক পত্রিকার প্রথম মুসলমান সম্পাদক'। অন্যদিকে বাংলা দৈনিক 'হাবলুল মতিন'ই ছিল মুসলমানদের সর্বপ্রথম বাংলা দৈনিক।[২৭]

(গ) আল্-এসলাম (১৯১৪) ঃ আঞ্জুমানে ওলামা ও ইসলাম মিশনের উদ্দেশ্যে প্রচারকল্পে ১৩২২/১৯১৪ সালে 'আল-এসলাম' নামক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী। অবশ্য চৌধুরী শামসুর রহমান এর প্রকাশকাল ১৯১৬ সন বলে উল্লেখ করেছেন। এটা ছিল মাওলানা ইসলামাবাদীর জীবনের অন্যতম কীর্তি।

পত্রিকা প্রকাশের প্রথম দিকে সম্পাদক হিসেবে কারো নাম থাকতো না। কারণ আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার মুখপত্র হিসেবেই এটা প্রকাশিত হতো। তবে নেপথ্যে মাওলানা ইসলামাবাদীই সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালন করতেন।[২৮] এ প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন ঃ "আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার' প্রধান কীর্তি তার মুখপত্র 'আল-এসলাম' পত্রিকা। আঞ্জুমানের সেক্রেটারী, জয়েন্ট সেক্রেটারী ও এসিসটেন্ট সেক্রেটারী যথাক্রমে মৌঃ মোহাম্মদ আকরম খাঁন, মৌঃ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এবং বর্তমান লেখক (ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ) ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক'।[২৯]

বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগে ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদক হিসাবে মাওলানা আকরম খাঁ নামের উল্লেখ্য পাওয়া যায়। উক্ত তালিকার অপর কোন সংখ্যা থেকে ইসলামাবাদীর সহায়তার কথাও জ্ঞাত হওয়া যায়। সাহিত্য পত্রিকায়ও এঁকে সহযোগী সম্পাদক বলা হয়েছে। তবে ড. আনিসুজ্জামানের বক্তব্য এরূপ ঃ 'দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা থেকে সম্ভবতঃ সম্পাদনার দায়িত্ব মাওলানা মনিরুজ্জামানের স্কন্ধেই আরোপিত হয়'।[৩০]

এ পত্রিকার আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'স্বধর্ম, স্বজাতি, স্বদেশ ও সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষায় সেবা করিবার নিমিত্তই আল-এসলামের প্রচার।... ধর্ম তত্ত্বের আলোচনা, এসলামের মাহাত্ম্য প্রচার, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা উপস্থাপিত সংশয়াদির খণ্ডন, সমাজ সংস্কার, অন্ধবিশ্বাসীদের মূলোৎপাটন এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় অনুশীলন ও গবেষণা প্রবৃত্তির স্ফূর্তিসাধন প্রভৃতি আল-এসলামের প্রধানতম লক্ষ্য ও কর্তব্য।[৩১] 'আল-এসলাম' পরবর্তীকালে 'আল্-এছলাম' নামেও প্রকাশিত হতো। ষষ্ঠবর্ষের সূচনায় আল এসলামের ঠিকানা পরিবর্তনের সময় নামের বানানের এই পরিবর্তন ঘটে বলে মনিরুজ্জামান উল্লেখ করেছেন। পত্রিকাটি কতবছর স্থায়ী হয়েছিল, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা পাওয়া যায় না। তবে চৌধুরী শামসুর রহমানের মতে পাঁচ বছর, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও আজহার ইসলামের বর্ণনায় ১৯২১ সাল পর্যন্ত, বরকতুল্লাহর বিবরণে বাংলা ১৩২৭ সাল পর্যন্ত এবং ড. আনিসুজ্জামানের মতে ষষ্ঠ বর্ষ দশম সংখ্যা (মাঘ ১৩২৭) পর্যন্ত পত্রিকাটি চালু ছিল।[৩২]

কাজী আবদুল মান্নান পত্রিকাটি সম্পর্কে যে বিবরণ প্রদান করেন, তা নিম্নরূপ ঃ 'সুসংগঠিত এবং বিশেষ করে ধর্মীয় শিক্ষায় সুশিক্ষিত একদল মুসলমানের দ্বারা আল-এসলাম দীর্ঘকাল পরিচালিত হয়েছিল। এর কাগজ (ডিমাই ১/৮), প্রচ্ছদ, ছাপা এবং রচনা সুন্দর ও সমৃদ্ধ ছিল। পত্রিকাটি প্রকাশের ব্যাপারেও নিয়মিত ছিল।... এর প্রত্যেক সংখ্যা এক বা একাধিক ছবি থাকতো।... রচনার দিক দিয়েও পত্রিকাটি সমৃদ্ধ ছিল। গল্প বা উপন্যাস প্রকাশের নিদর্শন না থাকলেও চিন্তামূলক এবং অনুসন্ধান ও পরিশ্রম সাপেক্ষ প্রবন্ধ ও আবেগপ্রবণ কবিতা এতে প্রকাশ করা হতো'।[৩৩]

বস্তুত পক্ষে আল-এসলামের প্রভাব পরবর্তী কালেও বহুদিন বর্তমান ছিল। এ কথা বলা সম্ভবতঃ অযৌক্তিক হবে না যে, আল-এসলামেই তৎকালে মুসলিম নবীন লেখকদের সূতিকাগৃহ ছিল। যেমন সাহিত্য সৃষ্টিতে, তেমনি ইতিহাস-ঐতিহ্য সমৃদ্ধ সংবাদ প্রকাশে এর অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। মূলতঃ বাংলায় মুসলিম জাগরণে পত্রিকাটির অবদান ছিল বিস্ময়কর ও অতুলনীয়।

(ঘ) দৈনিক সোলতান (১৯২৬) ঃ চৌধুরী শামসুর রহমানের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, ১৯২৬ সালে কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় মুসলিম সমাজের একমাত্র দৈনিক পত্রিকা হিসাবে 'দৈনিক সোলতান'-এর আবির্ভাব ঘটে। বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে এই দৈনিক পত্রিকাটির অবদান অপরিমেয়। পত্রিকাটি দৃঢ়কণ্ঠে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। মূলতঃ জাতীয় স্বার্থরক্ষার তাগিদেই পত্রিকাটি দৃঢ়কণ্ঠে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। মূলতঃ জাতীয় স্বার্থরক্ষার তাগিদেই পত্রিকাখানা বের করা হয়ে ছিল।[৩৪] প্রায় পাঁচবছর কাল অব্যাহতভাবে পরিচালিত হওয়ার পর ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।[৩৫] এর কার্যালয় ছিল প্রথমে কলকাতার মীর্জাপুর স্ট্রীটে এবং পরে চট্টগ্রামে। অবশ্য হাকিম আলতাফুর রহমানের বিবরণ হতে জানা যায় যে, পত্রিকাটির কোন নিজস্ব প্রেস না থাকায় নওরোজ প্রেস ক্রয় করে দৈনিক সোলতানের অফিস মীর্জাপুর স্ট্রীট হতে মেছুয়া বাজারে স্থানান্তরিত হয় এবং সেখান হতে দৈনিক সোলতান নিয়মিত প্রকাশিত হয়। মাওলানা ইসলামাবাদী একই পত্রিকাটির সকল বিভাগ পরিচালনা করতেন। তবে পত্রিকা পরিচালনার জন্য একটি কমিটিও ছিল। কিছুদিন পর পত্রিকা পরিচালনার নিয়ম-নীতি সম্পর্কীয় মতানৈক্য পরিলক্ষিত হওয়ায় মাওলানা ইসলামাবাদী তৎকালীন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আবদুল লতিফের মধ্যস্থতায় মুসলিম সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ ও প্রেসের খাতিরে পত্রিকাটির পূর্ণ দায়িত্ব পুর্বোক্ত পরিচালনা কমিটির হাতে অর্পন করেন।[৩৬]

প্রকৃতপক্ষে সাপ্তাহিক সোলতানের তৃতীয় দফা চালু হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পত্রিকাটির একটি দৈনিক সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী বলেন ঃ "আমরা কয়েকজন পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম, সাপ্তাহিক ছোলতানের দৈনিক সংস্করণ বাহির করা হউক... প্রস্তাব অনুসারে কার্য হইল। মনিরুজ্জামানের অর্থাভাব। মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী তখন সরকারের চাপে পড়িয়া ছোলতানের সহিত সংস্রব রাখিতে অক্ষম। এমতাবস্থায় মনিরুজ্জামান সাহায্য প্রার্থনা করিলেন চট্টগ্রাম নিবাসী কলিকাতা প্রবাসী লুঙ্গী সওদাগর মৌলভী চৌধুরী সিদ্দিক আহমদের নিকট। তাঁহারা টাকা সাহায্য করিলেন। দৈনিক ছোলতান ও দৈনিক সেবক এক যোগে কওমের সেবা করিতে রহিল। চট্টগ্রামের অক্লান্ত কর্মী ওলী আহমদ ওয়ালী দৈনিক ছোলতানের

সম্পাদকয়ি বিভাগের কর্মে আত্মনিয়োগ করিলেন।... মাছুয়া বাজার স্ট্রীটের বাড়ী হইতে ছোলতান বাহির হইতে থাকাকালে চট্টগ্রাম নিবাসী ও কলকাতা প্রবাসী মওলভী নজীর আহমদ চৌধুরীও দৈনিক ছোলতানের সংস্রবে আসিয়াছিলেন।"[৩৭]

(ঙ) দৈনিক আমীর (১৯২৯) ঃ দৈনিক আমীর সম্ভবত মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত সর্বশেষ পত্রিকা। দৈনিক সোলতান পত্রিকাটি নানা গোলযোগের কারণে বন্ধ হয়ে গেলেও তিনি তাঁর উদ্দেশ্যকে হারিয়ে যেতে দেননি। তাই আর্থিক অসচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর শেষ চেষ্টার ফল 'দৈনিক আমীর' প্রকাশ করে তাঁর অগণিত ভক্তের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, দৈনিক সোলতান ত্যাগের পর মাওলানা ইসলামাবাদী এ.কে. ফজলুল হকের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯২৯ সালে কলকাতা থেকে এ পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। [সূত্র ঃ ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২] এর সম্পাদনা সহযোগী ছিলেন আলী আহমদ ওয়ালী ইসলামাবাদী। এক বছরের মধ্যেই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর মাওলানা ইসলামাবাদী কলকাতা ত্যাগ করে বার্মা গমন করেন।[৩৮] অবশ্য তাঁর গমনের মূল কারণ ছিল আঞ্জুমান গঠন ও এর ফান্ড সংগ্রহ বিষয়ক। হঠাৎ সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে তিনি বার্মা গমন করেন, বিষয়টি এমন নয়। মাওলানা ইসলামাবাদী কলকাতায় দাঙ্গা-দুর্গত মুসলমানদের উপর পুলিশের নির্মম অত্যাচারের বিবরণ এ পত্রিকায় প্রকাশ করে অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এ বিষয়ে একদিন খিলাফৎ কমিটির অফিসে কথা প্রসঙ্গে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেন ঃ 'মওলানা ইসলামাবাদী সত্যই একজন দুঃসাহসিক ব্যক্তি'।[৩৯] দৈনিক আমীর বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর মাওলানা ইসলামাবাদী রাজনীতি, সমাজ সেবা, সাহিত্য রচনা, ইতিহাস চর্চা, আঞ্জুমান গঠন, ইসলাম প্রচার ইত্যাদিতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হড়ে পড়েন বিধায় পরবর্তীতে সাংবাদিকতার সাথে তার সরাসরি সম্পর্ক ছিল না।

মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সরাসরি যেমন কতগুলি পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম সাংবাদিক জীবনের ব্যাপকতা অনুশীলনের পথ নির্মাণ ও সুগম করেছিলেন, তেমনি পরোক্ষভাবেও নানা প্রতিষ্ঠান ও পত্রিকার সাথে যুক্ত থেকে তার উৎসাহ বর্ধনে সাহায্য করেছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, অন্ধকারাচ্ছন্ন মুসলিম জাতিকে আলোকোজ্জ্বল করে তোলার ক্ষেত্রে সংবাদপত্র সাময়িকীর কোন বিকল্প নেই। তাই যা কিছু কর্তব্যকর্ম, তা যেন তিনি একাই সব্যসাচীর মতো করে গেছেন। Ranabir Samaddar এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ "Hindu-Muslim problem, discrimination against the Muslims, low quality education, colonialism, Islam, the destiny of Islamic civilisation and imperial power, particularly in Turkey, the state of the Bengalis language issues like these occupied his mind. He was going to write

profusely. He contributed to newspapers and periodicals, became a columist, a reporter and subsequently a fullfledged journalist."[40]

মাওলানা ইসলামাবাদী অন্যান্য যেসব পত্র-পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন, সেগুলো হচ্ছে দৈনিক কৃষক, দৈনিক নবযুগ, বাসনা, কোহিনুর, ইসলাম প্রচারক, মিহির ও সুধাকর, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা ইত্যাদি। তা ছাড়া মিশরের আল মিনার, আল এহ্‌রাম প্রভৃতি পত্রিকায়ও তিনি প্রবন্ধ এবং সংবাদাদি পাঠাতেন। সেসব পত্রিকার সাংবাদিকও আল-এসলাম ও অন্যান্য পত্রিকায় পরিবেশন করতেন। যেমন– মিশরে আরবীতে গীতাঞ্জলির অনুবাদের সংবাদ।[৪১] চট্টগ্রামেও তিনি হিন্দু ও মুসলমানের প্রকাশিত বহু পত্রিকার সাথে নানাভাবে জড়িত ছিলেন। যেমন– সত্যবার্তা। ১৯৩৪ সালে তিনি সত্যবার্তার পরিচালনা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৪২]

মাওলানা ইসলামাবাদী যে উদ্দেশ্যে সংবাদপত্র পরিচালনা করেন, তা ছিল অতি মহৎ, সে দায়িত্ব ছিল অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এ গুরুদায়িত্ব পালনে তাঁর আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার কোন ঘাটতি ছিল না। সে সময় পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে আর্থিক সহযোগিতার জন্য নবাব, জমিদার ও ব্যবসায়ীদের দারস্থ হতে হতো। ইসলামাবাদীও অনেক ক্ষেত্রে তাই করেছেন, কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দিয়ে নয়। সত্যিই সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মাওলানা ইসলামাবাদী এক কিংবদন্তী-স্বরূপ। মুসলমানদের মধ্যে পত্রিকা প্রকাশের এক ব্যাপক আন্দোলন তিনি গড়ে তোলেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই পরবর্তীকালে তবলীগ (১৯২৭), মুয়াজ্জিন (১৯৩০), আল-ইসলাম (১৯৩২), রওশন হেদায়ে, আলোক প্রভৃতি সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও জাতি হিসেবে তার হৃদগৌরব ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যে তাঁর যে স্বপ্ন ও স্বাদ ছিল, তাকে যথারীতি প্রতিষ্ঠা করার সাধ্য হয়তো তাঁর ছিল না, কিন্তু তাঁর সে বলিষ্ঠ চিন্তা-চেতনা তাঁর কীর্তিলতার মধ্যে আজও ভাস্বর হয়ে আছে। এখানেই মাওলানা ইসলামাবাদীর সার্থকতা।

তথ্য নির্দেশ ঃ

১. জাফর আলম, *স্মরণীয়-বরণীয়*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮০, পৃঃ ৩৯।

২. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, "মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীঃ ইসলামী রেনেসাঁর অন্যতম পথিকৃৎ", *দৈনিক ইনকিলাব*, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ পৃ. ১২।

৩. মোশাররফ হোসেন খান, *মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, জুন ২০০২, পৃ. ৫-৭।

৪. Moulana Muniruzzaman Islamabadi (A Brief Portrait), Editorial, *Eastern Examiner*, 1960; উদ্ধৃত ঃ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), *মৌলানা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৩, পৃ. ১৩-১৪।

৫. *বার্ষিক সওগাত*, ২৫ অগ্রহায়ন, ১৩৩৩।

৬. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১২।

৭. উদ্ধৃতঃ মনিরুজ্জামান (সম্পাঃ) গ্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

৮. আবুল ফজল, *রেখা চিত্র*, চট্টগ্রাম, ১৯৬৮, পৃ. ৩২১।

৯. আবুল ফজল, পুর্বোক্ত, পৃ. ৩২৪।

১০. মনিরুজ্জামান (সম্পাঃ) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪।

১১. আবুল ফজল, প্রাগুক্ত।

১২. ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী, "সাংবাদিক মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী", *দৈনিক আজাদ* (ইসলামাবাদীর তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত), ঢাকা, ১৯৫৩; উদ্ধৃতঃ মোশাররফ হোসেন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০; সহদ্রষ্টব্য, জাফর আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০; মনিরুজ্জামান (সম্পাঃ) পৃ. ২৪; Ranabir Samaddar, Leaders and Legacies: Maulana Maniruzzaman Islamabadi and Maulana Akram Khan, Essays in Memory of Momtazur Rahman Tarafdar, Edited by Perween Hasna & Mufakharul Islam, Centre for Advanced Research in Humanities, Dhaka University, Dhaka, 1999, PP. 360-361.

১৩. মৌলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *আদি ইতিহাস*, কদম মোবারক এতিমখানার উদ্বোধনী সভায় পঠিত এবং পরে দৈনিক আজাদীতে প্রকাশিত, ১৮ জানুয়ারি ১৯৩১।

১৪. আবুল কালাম শামসুদ্দিন, *দৃষ্টিকোণ*, ঢাকা, ১৩৭৪, পৃ. ১৭০।

১৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭০।

১৬. আবদুল কাদির, *ইসমাইল হোসেন সিরাজী রচনাবলী*, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, পৃ. ৪২৯-৩০।

১৭. আবদুল গফুর সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত; ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা,* ই.ফা.বা ঢাকা, ১৯৯৫, পৃঃ ১৭৩; *সওগাত,* ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৩/১৯২৬, পৃ. ১২০।

১৮. ইসলামাবাদী, *আদি ইতিহাস,* পূর্বোক্ত।

১৯. ছৈয়দ মোস্তফা জামাল (সম্পাঃ) *স্যুভেনির,* ইসলামাবাদী স্মৃতি সমিতি, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ১২।

২০. Kamruddin Ahmed, *A Social History of Bengal,* Dhaka, 1970, P. 12 & 15-16

২১. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪ মনিরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১, মোশাররফ হোসেন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

২২. ড. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র,* ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ১৩৪-৩৫।

২৩. মৌলানা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯ ১০৯, টীকা নং- ১৫, মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী, *কোরআনে স্বাধীনতার বানী,* পৃ. ৩৪।

২৪. ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত।

২৫. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৪, সহদ্রঃ ড. আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, *সওগাত,* ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৩/১৯২৬।

২৬. মুহাম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* চট্টগ্রাম, ১৯৬৯, পৃ. ১৩৯।

২৭. *সওগাত,* ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৩/১৯২৬।

২৮. আবুল ফজল, প্রাগুক্ত ড. আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, মুহম্মদ বরকত উল্লাহ, *আল-এসলাম,* পাকিস্তানী খবর, ঢাকা ২৩ মার্চ, ১৯৬৬, পৃ. ২৩।

২৯. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ "আল-এসলাম", *মুসলিম বাংলা সাময়িক পত্র,* পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ঢাকা ১৯৬৬, পৃ. ৯১।

৩০. ড. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র,* ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ১৩৬, সহ দ্রঃ ডঃ আনিসুজ্জামান, *মুসলিম সানস ও বাংলা সাহিত্য,* সতেরো অধ্যায় (আল-এসলাম প্রসঙ্গে আলোচনা) ঢাকা, ১৯৬৪।

৩১. *আল এসলাম,* প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২২।

৩২. মৌলানা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১, ড. আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, আজহার ইসলাম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ,* ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ৪৩০।

৩৩. কাজী আবদুল মান্নান, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা,* ঢাকা, ১৯৬১, পৃ. ২৯৫।

৩৪. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, ১৭৭।

৩৫. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, *অতীত দিনের স্মৃতি*, ঢাকা, ১৯৫৮, পৃ. ১৩৭।

৩৬. *মৌলানা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী রচনাবলী*, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬; সহদ্রঃ হাকিম আলতাফুর রহমান, *মওলানা ইসলামাবাদী*, চট্টগ্রাম, ১৯৬৯ (পুনঃ মুদ্রণ, ১৯৮০), পৃঃ ৬৪-৬৫, ছৈয়দ মোস্তফা জামাল (সম্পাঃ), *মাওলানা ইসলামাবাদী*, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, ১৯৮০, পৃ. ৬১-৬৭); দেওয়ান আবদুল হামিদ, স্যুভেনির (ছৈয়দ মোস্তফা জামাল সম্পাদিত), ১৯৬৬।

৩৭. ড. আবদুল গফুর ছিদ্দিকী, প্রাগুক্ত।

৩৮. ছৈয়দ মোস্তফা জামাল (সম্পাদিত), মওলানা ইসলামাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫, সহদ্রঃ ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, মুহাম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, প্রাগুক্ত।

৩৯. উদ্ধৃত ঃ মোহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ, *যুগবিচিত্রা*, ১৯৬৭, পৃ. ২৭৪।

৪০. Essays in Memory of Momtazur Rahman Tarafdar, *op cit,* P. 361.

৪১. আল-এছলাম পৌছ, ১৩২৬।

৪২. ছৈয়দ মোস্তফা জামাল, "মওলানা ইসলামাবাদী", *দৈনিক আজাদ*, ঢাকা, ৭ই কার্তিক, ১৩৭২।